নির্বাচিত হাংরি কবিতা

সম্পাদনা

মোস্তাফিজ কারিগর সৌম্য সরকার

নির্বাচিত হাংরি কবিতা
সম্পাদনা: মোস্তাফিজ কারিগর সৌম্য সরকার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৪০০ টাকা

Nirbachito Hungry Kobita edited by Mostafiz Karigar & Soumya Sarker Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2020 Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 400 Taka RS: 400 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94897-1-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

ভূমিকা

ক.

'মাতৃভাষা' শব্দটা নির্দোষ নয়। 'পতাকা' যে ধারণার কাছে নিয়ে যায় তা আপনাকে-আমাকে-তাকে হিংসাত্মক করে ফেলে। শোকের রং কালো হতে পারে না। কালো পতাকা, কালো রাত, ব্ল্যাক লিস্ট, ব্ল্যাক মেইল, কালো আইন, কালো বাজার, কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, কালো জাদু এসব রেইসিস্ট শব্দ। এর মধ্যে আছে ক্ষমতা আর শোষণ। পৃথিবীর অধিকাংশ গালি পুরুষের, এমনকি অধিকাংশ শব্দই পুরুষের। সভাপতিকে সভাপ্রধান বললে তিনি মানতে পারেন না। স্বামী একটি অগ্রহণযোগ্য শব্দ। কুত্তার বাচ্চা, শুয়রের বাচ্চা বললে কুত্তা ও শুয়রকে অপমান করা হয়। ধর্ষণ কোনো 'পাশবিক' কর্ম নয় — একান্তই 'মানবিক' — কোনো পশু ধর্ষণ করে না অন্য পশুকে, প্রপার কোর্টশিপ করে তারা যৌনতা করে। 'মানবিক' মানে কেবলই প্রেমমায়ামহব্বতদয়া কেন বুঝি আমরা মানুষেরা? পাখির কাছ থেকে আকাশে ওড়ার কৌশল শিখেছি বলে প্রচার, কিন্তু যৌনবিজ্ঞানটা শিখিনি বলে মনে হয়। 'বাঘের বাচ্চা' বললে গর্বে বুক ফোলে, 'গাধার বাচ্চা' বললে অপমানে পোড়ে গা। রাষ্ট্রপতি নারীই হোন, পুরুষই বা অন্য সেক্সের কেউ তিনি রাষ্ট্র*পতি*ই থাকেন। 'সহধর্মিনী' আমরা কত সহজে ব্যবহার করি — না ভেবে যে এর কোনো পুং-বাচক শব্দ তো নেই-ই, ভিন্ন ধর্মীদের মধ্যে বা নাস্তিক মানুষদেরও বিয়ে-টিয়ে হয়ে থাকে। 'দায়িত্ব' শব্দ আমাদের দেয় কিছু কৃত্রিম প্রণোদনা। অথচ আমরা বলি — দায়িত্ব দায়িত্ব দায়িত্ব...

প্রতিষ্ঠান আমাদের এভাবে বলতে শেখায় তাই বলি। শব্দের মধ্যে শোষণ-চক্র যে থাকে তা লক্ষ না করেই বলি। কবিরা কাব্য করেন ক্ষমতাবানদের ভাষায়, গদ্যকাররা গদ্য করেন ক্ষমতাবানদের ভাষায়। আমাদের বিদ্যালয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের পরিবার, আমাদের মিডিয়া আমাদের এভাবেই বলতে বলে, চলতে বলে। 'নৈতিকতা' খুব দুর্বলভাবে সংজ্ঞায়িত কি নয়? প্রবৃত্তি কি পিষ্ট নয়? প্রকাশ কি বাধাগ্রস্ত নয়? যা কিছু প্রচলিত তাতে আমরা অভ্যস্ত, যা কিছু প্রসিদ্ধ তার প্রতি আমরা বিশ্বস্ত। সবসময় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকি আমরা, গডোর

প্রতীক্ষায় থাকি আমরা। আর প্রতারণা করি নিজের সঙ্গে — নগ্ন নিজের সঙ্গে। প্রচারণা করি আত্মস্বার্থে। ব্যাপক আমাদের লোভ। চারদিক থেকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ এবং আমরা অভ্যস্ত হই নিয়ন্ত্রণে — এমনকি মোহিত হই...

ভাবছিলাম হাংরি জেনারেশনের লেখা ও লেখকদের নিয়ে। বাংলা ভাষার সবচেয়ে সংগঠিত সাহিত্য আন্দোলন — ভেঙেছে প্রচল। নির্ভুল তারাও নন — কিছু ক্ষেত্রে তারা 'পুরুষ লেখা' লিখেছেন, যৌনতার প্রশ্নে নারীকে প্রধান উপজীব্য করেছেন ভাষায়। নির্ভুল, শুদ্ধ লেখা তারা লিখতেও চাননি। ভয়হীন, দ্বিধাবিহীন, নির্মেদ এবং ভান-ছাড়া যে সত্য ও আত্মপ্রকাশ তাদের লেখায় তা আমাদের শিহরিত করে, সাহসী করে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ। সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ঈশ্বর। "ঈশ্বর হলো ক্ষমতার চূড়ান্ত চেহারা। তাই ঈশ্বর নামক কেন্দ্রটির বিলুপ্তি চেয়েছি আমরা।" — লিখছেন শৈলেশ্বর ঘোষ। এমনকি ভালোবাসা। "ভালোবাসার মধ্যে হিংসা লুকিয়ে আছে, এই বোধ ক্রমেই স্ফুট হচ্ছে। মানুষ নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য 'ভালোবাসা' শব্দটা আবিষ্কার করেছে বলেই মনে হয় আজ। 'আমি মানুষকে ভালোবাসি' — এটা একটা অর্থ-শূন্য ছেঁদো কথা মাত্র।" অর্থাৎ আমরা সবসময় যেন কোনো এক কেন্দ্র খুঁজে বেড়াই আর ক্ষমতা সেই কেন্দ্র খোঁজার দালালিটা করে। "বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থান" সত্যকে শিল্প হতে দেয় না বা শিল্পকে সত্য। আমাদের 'শিল্প' হয়ে উঠতে চায় বিজ্ঞান-অমনস্ক। আর হাংরিরা তাই শিল্পকেই অস্বীকার করেন: মানুষের হাতে বিকৃত হওয়া পৃথিবীর "বিকৃত মুখশ্রীকে সুশ্রী দেখাবার ছলনায় তৈরি হলো গল্প কবিতা ছবি — যাকে বলা হলো 'শিল্প' — এই শিল্প জিনিসটাকে আমরা বলেছি ভূষিমাল — এই তথাকথিত শিল্পকে ধ্বংস করেছে হাংরিরা।" লিখেছেন তারা এক নতুন ভাষায় — নুয়ে পড়া, নেতিয়ে পড়া, এলিয়ে পড়া, পিছলে পড়া, সামলে নেয়া কোনো ভাষায় নয় বরং এক হামলে পড়া, কামড়ে দেয়া প্রবল, তীক্ষ্ণ ভাষায়। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাসিকা, অনুবাদ — সবগুলো ফর্মেই — ফর্ম ভেঙে

খ.

ব্যক্তির কদর্য গর্তের ভেতরে, ব্যক্তিই যেখানে প্রতিষ্ঠান নামক পাবলিক টয়লেট — সেখানে নেমে গিয়ে গু-গোবর ছেনে-চিবিয়ে, পুনরায় ব্যক্তির মুখের ওপর বমন করে দিয়ে শিল্প নয় — পুরোহিততন্ত্রের বিষ্ঠা লেহনে পুষ্ট সমাজ-কাঠামোকে পুড়িয়ে দেয়া অদম্য স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গদ্যপদ্যে একদল কবি-লেখক। শুরুতে তার প্রকাশরূপ অনেকটাই

ইশতেহারে, স্লোগানধর্মিতায়; তারা চাঁদের ওপিঠে দাঁড়িয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন পৌরাণিক দৃশ্যব্যাখ্যার কাঠামো — অভিজ্ঞতাই হয়ে উঠেছিল তাদের ধর্ম। ক্ষুধার বিশাল মুখব্যাদানের মধ্যে ঢুকে পড়ে স্পষ্টতই তারা আবিষ্কার করেছিলেন খাদ্য আন্দোলনের সময় বিক্ষুব্ধ স্কুলপড়ুয়ারা যে অফিসগামী বাবুদের টিফিন ক্যারিয়ার কেড়ে নিচ্ছিল — ক্ষুধার কেবল প্রকার এই নয়; ক্ষুধার স্বরূপের থেকে তারা চুষে নিতে চেয়েছিলেন রসের সমস্ত উপাদান। প্রতিষ্ঠানের বেঁধে দেয়া ভাষা-ছকে নয়, ভাষার শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া এক নতুন ও স্বতন্ত্র লেখনীদণ্ড নিয়ে শব্দের সাজানো সমাজকে অস্বীকার করে শব্দের আদিকে নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন রাষ্ট্রের ঠিক নাকের ওপর।

ষাটের দশক — সমস্ত দুনিয়া জুড়ে তরুণ সমাজের বিদ্রোহ — সঙ্গে হাংরি আন্দোলনের লেখক-কবিদের দু-একজন বাদে প্রায় সবার গায়েই লেগেছিল তখনও সদ্য দেশভাগের দগদগে ঘা। নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সমস্ত গরল তারা উগড়ে দিতে থাকলেন বেনিয়াদের টি-টেবিলে। উত্তরীয়ের ভারবহনকারী শিল্পী-সাহিত্যিক হওয়ার কদর্যতাকে ধমক দিয়ে তারা শিল্প-সাহিত্যকে যাপন করতে চেয়েছিলেন। হাংরি আন্দোলন হয়ে উঠেছিল সেইসব যাপনের নিখাদ ডকুমেন্টেশন।

রাষ্ট্র ভয় পেল, প্রতিষ্ঠানের নামাবলি গায়ে দেয়া কবিতা-গল্প লেখকরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলো তাদের নামে — কিছুকাল হাজতবাস হলো কারও কারও। দু-একজনের চাকরি গেল, কারও সাময়িক চাকরিচ্যুতি। আর হাংরি আন্দোলনের এই সমস্ত লেখনী হয়ে রইল আধুনিক সমাজব্যাখার অভিনব ভাষ্য — যা মানুষের ভেতরের 'আমি'কে ভেঙে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। বস্তুত 'আমি'র যে উল্লম্ফন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার তাঁইস করে, সেইসবের বিরুদ্ধেই ছিল হাংরিদের সৎ বীক্ষণ।

দুবাংলার বইবাজারে হাংরি আন্দোলনের কয়েকটি সংকলন এখন লভ্য। হাংরি আন্দোলন বিষয়ক নানা গ্রন্থও। ভাষা এক হওয়ার ট্র্যাজেডিকে সঙ্গে নিয়ে দুটো দেশের বাংলাভাষার পাঠকের দিন গুজরান। পশ্চিমবঙ্গে হাংরিচর্চা যেভাবে বিস্তার পেয়েছে, বাংলাদেশে সেই তুলনায় যারপরনাই কম। তাই, তারকাঁটার শাষণ উপেক্ষা করে, আক্ষরিক অর্থেই কারও অনুমোদনের তোয়াক্কা না করে কেবলমাত্র হাংরি-সাহিত্য যতটা নয়, তারও চেয়ে বেশি হাংরি সাহিত্যিকদের জীবনবীক্ষণ বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যচর্চাকারীদের কাছে উন্মোচিত করার প্রয়াস আমাদের এই সংকলন। মূলত পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত নানা সংকলনকে সহায়ক মেনে আমরা হাংরি সাহিত্যিকদের যাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কবিদের কবিতাকেই সংকলনে সংযুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। এই সংকলন — বাজারে ভাসমান

হাংরি সংক্রান্ত সমস্ত তর্ককে আলতো সরিয়ে রেখে—কেবল হাংরি সাহিত্যকে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত রাখার আরেকটি তৎপরতা। বানান সম্পর্কে একটি কথা: কিছু ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণে কবিদের নিজস্ব বানান অক্ষত রাখা হয়েছে।

আমরা যারা পাঠক তারা যেন প্রস্তুত থাকি, আমরা যারা লিখি তারা যেন নিরীক্ষা করি। আমাদের সাহিত্য যেন শুধু না হয় মানুষকেন্দ্রিক এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক।

সম্পাদক
ফেব্রুয়ারি ২০২০

সূচিপত্র

শৈলেশ্বর ঘোষ

ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা ১১
টার্মিনাস পার হতে গিয়ে ১৪
শোকগাথা ১৬
অপরাধীর প্রতি ১৮
৬ থেকে ৭-এর দিকে ১৯
একজন্ম একশব্দ ১৯
শরীরের সূত্রপাত ২০
যৌন রূপান্তর ২২
শেষ সহবাস ২৩
আমাদের কলহাস্য ২৩
যে কেউ নষ্ট করে ২৪
রিজার্ভ ব্যাংকে বুদ্ধমূর্তি ২৬
দরজাখোলার নদী ২৬
সত্য আমি ২৭
খুন ২৮
মৌল উপাদানগুলি ২৯
মহামৃত্যুবোধি ৩০
পাতাল নদী ৩২
বনবাস ৩৩
কালু ফকিরের আজান ৩৪

প্রদীপ চৌধুরী

অন্যান্য তৎপরতা ও আমি ৩৬
মৃত ক্যাকটাস এবং পোড়া বালির ওপর আমার বিছানা পাতা রয়েছে ৩৯
কবিদের কলকাতা ৪০
ধাতুময় কাপ ৪১
সব তামার পয়সা আমি বিলিয়ে দিয়েছি বন্ধু সন্তদের হাতে ৪১
অভ্যুত্থান ৪২
মধ্যরাত, অক্টোবর, ১৯৭০ ৪৩
গোলপার্ক ৪৫
প্রসূতিসদন/২ ৪৭
রাত্রি ৪৮
যুদ্ধ ৫০
দুই অধ্যায় ৫০
হারাকিরি ৫২
গঙ্গা ৫২
রেস্তোরাঁর কবিতা ৫৩
অধঃপতন-১ ৫৪
অধঃপতন-২ ৫৫
১০০ কুমারীর অনুপস্থিতিতে ৫৬
স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য-২ ৫৬
মৃত্যু-প্রণালি বিষয়ে আপনি কী বলেন? ৫৭
ব্যক্তিগত-৫ ৫৮
ব্যক্তিগত-৬ ৫৯
যকৃৎ-২ ৫৯

সুবো আচার্য

নিজস্ব বিস্ফোরণ ৬১
আমার মন্ত্র এবং আমার জীবন ৬৭
স্বাধীন ও যথেচ্ছ রচনাসমূহ ৬৮
রাইনের মারিয়া রিলকের জন্মদিনে ১৫ পয়সার ডাক টিকিট ৭১
জাগো, স্বপ্নহীন ৭৪
মানুষের পৃথিবী থেকে কবিতা শেষ হয়ে গেছে ৭৫

মায়া ও অবেলা ৭৬
আপাতস্তব্ধতায় ৭৭
ছদ্মবেশী ৭৮
তুই ৭৯
রাতের সমুদ্রে ৮০

ফালগুনী রায়
ক্রিয়াপদের কাছে ফিরে আসছি ৮২
শেষ বিবৃতি ৮২
০৯৮৭৬৫৪৩২১ ৮৪
নির্বিকার চার্মিনার ৮৫
আমি এক সৌন্দর্য রাক্ষস ৮৬
আমি মানুষ একজন ৮৭
নষ্ট আত্মার টেলিভিশন ৮৯
কালো দিব্যতা ৯১
মানুষের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই ৯৪
আমার রাইফেল আমার বাইবেল ৯৫
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চশমা ৯৬
সাইট্রোনিক কবিতা ৯৮
সাইট্রোনিক কবিতা: দুই ৯৯
কবিতা হঠাও ১০০
আমাদের স্বপ্ন ১০২
প্রহসন ১০২
কবিতা বুলেট ১০৩
আকাশধোয়া বৃষ্টির পর ১০৪
প্রখর পাণ্ডুলিপি ১০৫
আশ্চর্য নীরবতা ১০৬
ব্রেনগান ১০৭
আমি আর আমার বেঁচে থাকা ১০৮
অশ্বত্থামা অরবিন্দ যুধিষ্ঠির
বিষ্ণু দে ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্রান্ত ১০৯

অরুণেশ ঘোষ
লাল অন্তর্বাস ১১১
ইঁদুরেরা ১১১
উত্তরের বুড়ি বেশ্যার দিকে আমার এই বন্দনা গান ১১২
নারীকে — ক্রুশকাঠের দিকে ১১৩
শহরের গল্প ১১৪
অরণ্যের গান ১১৬
নবদ্বীপ ১১৭
মাকে ১১৯
মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ ১২০
জেলখানার ঘণ্টা ১২২
জয়ন্তী ও নক্ষত্র-১ ১২৩
জয়ন্তী ও নক্ষত্র-২ ১২৪
বমন ১২৪
শূন্যতা ভরাট করার খেলা ১২৬
গত বছরের ঘুম ১২৭
তোমরা ১২৭
ঘুম থেকে জেগে ১২৮
আলমারি ১২৯
দুই ২৮-এর মধ্যিখানে ১২৯
বস্তি প্রদেশে সকাল ১৩১

সমীরণ ঘোষ
প্রতিভূমিকা-১ ১৩২
প্রতিভূমিকা-২ ১৩৩
প্রতিভূমিকা-৩ ১৩৪
প্রতিভূমিকা-৪ ১৩৫
প্রতিভূমিকা-৫ ১৩৬
কর্তব্যহীন কুকুরের শব্দে ১৩৭
আশালতা ১৩৭
কয়েকটি অযোগ্য পঙ্‌ক্তি ১৩৮
সমুদ্র পুরাণ ১৩৯
সংযুক্তা ও সতেরো অশ্বারোহী ১৪০
কয়েক ইঞ্চি মাত্র ১৪০
জীবনের জন্য ১৪১
এসো ১৪২
পরমা ও আমি ১৪৩

রবিউল
দশটি তারার ভিতর লুকিয়ে থাকা দশটি অলৌকিক প্লাস্টিকের বোতাম ১৪৫
কবিতাঙ্কের যুদ্ধ ১৫০

ঘুমের ভিতর স্বপ্নের জুটমিল এবং তদীয় শ্রমিক সকল ১৫২
উষসীর প্রতিবেশে এক উর্বর সসেমিরা ১৫৮

নিত্য মালাকার
ভাতের মানদণ্ডে ইদানীং শিল্পবোধ ১৬২
পর্দা ও নিশান উড়ছে ১৬৩
আমাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে ১৬৩
অস্তিত্ব ১৬৪
বেড়াল ও ভাজা মাছ ১৬৪
কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (অংশ) ১৬৬
কালিদাসের অর্ধসমাপ্ত ডাল ১৬৭
অহল্যা ১৭৩

নিয়তি দাস
আপন অধিকারে ১৭৪
আমার শরীর ও শঙ্খ ১৭৪
সাজানো জীবনের ছিদ্র পথে ১৭৫
আমরা সত্যের শিকড়ে বাঁধা ১৭৬

অরুণ বণিক
পবিত্র বেশ্যা ১৭৮
স্বপ্নে শৈলেশ্বরকে ১৭৮
বিকার পরিধি ১৮০

জীবতোষ দাস
মানুষজন ১৮২
প্রকৃত কাঠামো ১৮২
স্বপ্ন ও মহাশূন্য ১৮৩
বসবাস ১৮৪

সুনিতা ঘোষ
মানুষের কাহিনী ১৮৫
কাহিনীর বর্তমান ১৮৫
আমাদের প্রেম ১৮৬
আয়না ১৮৯

সেলিম মুস্তাফা
দেশিপদ্য ১৯১
ঈশ্বর নেমে আসুক ১৯৩

জামালউদ্দিন
অরণ্য অথবা কসাইখানার মাঠ ১৯৬
তুই সেই ফুল ১৯৬
আমি ১৯৬
বেশ্যার ঘরে আমি ১৯৬
ঘুম ভেঙে গেলে ১৯৭
ক্রীতদাস ১৯৮

রাজা সরকার
কিছু কালো ফুল ও তার ক্ষত ২০০
তাকে জল দেবো ২০০

দীপঙ্কর সাহা
আত্মহত্যার অধিকার ২০৪
স্তব্ধ ছায়ারা ২০৪
নামহীন অন্ধকারের দিকে ২০৪
নায়িকা বিলাস ২০৫

অরূপ দত্ত
ফেব্রুয়ারির কবিতা ২০৭
অপরাধের গল্প ২০৭
ছোটো মানুষের কথা ২০৮
কবিতা পথ ২১০
জীবনস্বপ্ন ২১৪

শৈলেশ্বর ঘোষ

ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা

এক

বৃক্ষাকাশে কবিতা টাঙাব না আমরা, শোবার ঘরেই গাছ সঞ্চার হয়েছে,
গাছেতে ভূমধ্যাকর্ষণ হয় চোরাচালান বোঝে — শোবার ঘরেই চলে
অহরহ বিক্ষোভ-আক্রমণ; গাছের সঙ্গেই সুদীর্ঘকাল ফলে ওঠে
ভালোবাসাবাসি — কলকাতায় দশবছর খারিজ নীলাম
দরসরবরাহ নিদ্রাপ্রেমের মূল্যবৃদ্ধি — ফাটকায় হাতবদল
দিনমান হৃদয় চিৎ — দিনমানভর তেত্রিশ হিজরের গর্ভ হয়
দিনমানধরে হে ঘোড়া ভৌতিক ক্ষুধা কবিতার!

দুই

বহুকাল তেত্রিশ ভূতের সাথে প্রেম-সূত্রপাত বহুকাল
কলকাতাবাংলায় খাতাপত্রে আক্ষেপ —
বহুকালধর্মলোল রাজপথে হে ঘোড়া কোথায় গেলে
একশ বালিকার বুকে তৃণগুল্মখেয়ে কবিতা ফলন হয়!

তিন

একশ ভদ্রবধূ সাধ খায়, কবিতারই শুধু রক্তপাত
দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছি আমরা পেচ্ছাবখানায়
কলকাতা গলে যায় — হৃদয়ে সঙ্গমসূত্র উৎপাত ইত্যাদি
ধোয়ামোছা হয় — ময়দা বাণিজ্য করি না হে আমরা
একশ শয়তান মিলে দিনমান ভূত হয়, কলকারখানা প্রসব করে,
একশ শয়তান মিলে কুলবধূর গর্ভপাত করে —
একশ শয়তানের বিবিধ উৎপাত তাজ্জব হয়
সারাদিনমান কবিতার হে ঘোড়া একি ঋতুস্রাব!

চার

ছাব্বিশ বছরে খুব শোক হয় ছাব্বিশ বছর যেন তো নয়
ছাব্বিশ বছর নিদ্রারস পচে তবু দেখা নাই
হা লৌকিক হা অলৌকিক হা নিষ্ঠুর তবু দেখা নাই!
ছাব্বিশ বছরে কুমির ফসল নিয়ে যায় — জলপাহাড়
ফেটে যায় যানবাহন আত্মসাৎ ঘটে — ছাব্বিশ বছর
ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন বসে আছি জুয়াচোর বেশ্যার মন্দিরে
ছাব্বিশ বছরের ওপরই বলাৎকার ছাব্বিশ বছর
রক্তেই ক্রমসূত্রপাত ঘটে ভূতপ্রেত আসে

ছাব্বিশটি একান্নবর্তী বছর কোনোক্রমেই যেন নয়
হে ঘোড়া নিষ্ঠুর ছাব্বিশ বছর কেন দেখা নাই!

পাঁচ

কোনো একদিন অবাধ সংকেত বিনিময়ে
ভালোবাসার নৌকায় বাদাম পরানো হয়েছিল —
২৬ বছর গুণটানা ব্যবসায় জেগে বসে আছি
ঘোড়া তুমি জানো পরিচয় তাদের
কেননা তোমারই খুরের মারে মুছে যায় কালির ছাপ
তোমারই প্রত্যাশাময় মুখের কাছে ভেসে ওঠে,
কোনো একদিন উঠেছিল ঘাসের চুমায় বিস্মিত হৃদয় —
কোনো একদিন স্ত্রীপুরুষের চোখে মুহূর্তে লাগান হয়েছিল বলে
আজও সেই মানুষের হলো না প্রস্তুতি সময়
বহুবার বহুপথে হয়েছে ফেরা তবু হায়
২৬ বাঘের মতো অতিহিংস্র গর্জন শেখেনি কোন পথে
ফিরে আসা যায় — অবাধ সংকেতবিনিময়ে একদিন হয়েছিল
দেখা মার্বেল পাহাড়ের সাথে — মাদিমদ্দ দুই
বেহুদ্দ বেড়ালের থাবা জানতে পেরেছিল,
পাখিই কেবল ফিরে আসে ঘরে — বারংবার ২৬ বছর
দূর থেকে ছুটে আসে পশমের বল বিছানার কাছে
দেখা যায় সমুদ্রময় গড়ে উঠছে ত্রস্ত পোতাশ্রয়
হে ঘোড়া প্রত্যাশালিপ্ত সিঁড়ির ওপরেই দেখা হবে!

ছয়

হে ঘোড়া তোমার হৃদয়েই ছিল ভালোবাসা
মেঘময় বিছানো ছিল পরমায়ুর খোল
ঘনিষ্ঠ চুমায় ছিঁড়ে যায় ব্লাউজশায়া ডুবোজাহাজ
ব্যভিচারবোধ ভরে তোলে ইতিহাস আদালত —
জানা গেছে বয়সকালে আমাদের উরুদেশময়
ভৌতিক সমুদ্র জাগে — জানা গেছে জুয়ার টেবিলেই
হয়েছিল বুদ্ধের জ্ঞান — জানা গেছে জন্মের নির্বাচন
হয়নি সফল — জানা গেছে জাহাজের পরাশ্রয়ীটান
গোয়েন্দারও কাপড় খুলে দ্যায় — হে ঘোড়া
তোমার নিশান আমার মুখের ওপর চুম্বনতিথির
মতো উড়ে আসে — রক্তের অভিমান বেশ্যার পেটে
ছেলে জন্মায় — চারদিকে দন্তোদ্গম উৎসবের আলো
খুরশব্দ লিখা টেবিলে তবু সহচর জেগে বসে আছি!

সাত

তিন ঘণ্টা বসে আছি বেদনাপ্রধান চিঠি পকেটে
কলকাতা চৌরঙ্গী লিখা এমন নিস্তব্ধ বন্দুক হাতে
কতদিন ঘুমজাগা প্রহরায় কাটাই — দশমনুমেন্ট
ময়দান পকেটমারে এক একর জমির দাম!
তিন ঘণ্টা সবুজপল্লি অনুধাবনীয়তার হাতে মার খায়
হাঁস তবু উড়িয়েছিলাম গায়েপরা আধুনিক-জামা
পাড়াগাঁর স্ত্রীলোকের স্বামীসম্ভাষণ পূর্ণিমাগভীরে
হাজার শিশুর হাসিখেলা আক্রমণ কলকাতা
তিনঘণ্টায় সাতসমুদ্রতল, মনুমেন্টময়দান
মেঘের পেটে যায়, বেদনাপ্রধান চিঠি পকেটে
এক একর জমির বিক্ষোভ দিনমান — বন্দুক
হাতে রাতজাগাপ্রহরায় হে ঘোড়া কতদিন কাটাই!

আট

তিন বিধবা গর্ভ করে শুয়ে আছি পুণ্য বিছানায়
হে ঘোড়া, কলকাতায় তিনগেলাস স্বাস্থ্যসুধাপান
পরিত্রাণবিহীনতা হাসে পুরুতের নামাবলিগীতা
ধাতুধর্ম সাতবার গড়াগড়ি খায় — তিন বিধবা
দক্ষিণসাগরে বায়ুসেবী বেড়াতে যায় —
তেত্রিশ দেবতা ফলভোগী — চাষা মাশুল গুনে দেয়
পুণ্যচোর সদর দরজায় — গৃহস্থের মেয়েরা সব
আইবুড়ো ঘুম জেগে সারারাত খিল তুলে দেয়
পুরাণগীতা পড়ে কুলধর্ম রক্ষা শেখে, ঘোড়া তুমি
রেশমগুটিপোকায় প্রেম দিলে হৃদয় কোথায়!
গীতাধর্ম পাঠ শুনে কুকুরের অণ্ডকোষে ধাতুমুদ্রা জমে
ঘোড়া তুমি তেত্রিশ কোটি পুণ্যের গায়
নামাবলি লেক হৃদয় কোথায়?
তিন বিধবা গর্ভ করে শুয়ে আছি পুণ্যধর্মহীন
রহস্য তলায় হে ঘোড়া
পরিবহণযোগ্য রাস্তা বহুদূর শূন্য পড়ে আছে!

টার্মিনাস পার হতে গিয়ে

সাত রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, চারদিকের গর্জন
কানে আসছে, ছুটতে ছুটতে চলে যায় কেউ জীবন থেকে
ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে কেউ মায়ের গর্ভের কাছে —
আমি বঙ্গোপসাগরের বনে হরিণ শিকার দেখেছি
জন্মেছি মানব সন্তান কীটদষ্ট ফুসফুস সারাতে গিয়ে
শিখেছি বনের প্রয়োজন, দশটি পাপের ফল, দশটি পুণ্যফল
পেয়েছি আমি, — বলে দাও কোন পথে যায় মানুষের দল
বলে দাও — মৃত্যু বলে আমি পেয়েছি অঙ্গাঙ্গী বীর্য
প্রণতির তন্তুজাল দাঁত দিয়ে কেটেছি আমি, ভালোবাসার
পরিবর্তে সে পড়েছে কাপড় — সঙ্গমের পরিবর্তে আজ ঘুম
মনে হয় শ্রেয় — কুকুরের সেবাপরায়ণ আত্মা আমি চাই —
মানুষের কবরের ওপর তৈরি হয় গোচারণভূমি
সবুজ আলেয়া দেখে ছুটে এসেছি লাল নক্ষত্র দেখে
থমকে গেলাম — এখন মাথাপিছু থান কাপড় বণ্টনের সময়
মানুষের মতো লোক পেয়েছি আমি মানুষের মতো রক্ত

সমুদ্র উঠে আসে যুদ্ধভূমির দিকে, যুদ্ধভূমির মধ্যে
ছিটকে পড়েছি আমি — জীবনানন্দ দড়ি হাতে গিয়েছিল —
সোনার বাজারে এখন যুদ্ধ ব্যবসা বাজারে যুদ্ধ
মানুষের জগতে যুদ্ধ জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য আমার মগজে যুদ্ধ চলছে
আমি জানি নিজের পায়ে হেঁটে নিজের ক্রুশে চড়ার মানে জীবন
স্ত্রীলোকের পাশে শুয়ে ব্যর্থতার কথা ভাবা মানে জীবন
আমার জীবন আমার আমার মৃত্যু আমার
আমার হাতপা আমার আমার মলমূত্র আমার
কবিতার নাম ভালোবাসা এবং মলমূত্রের নাম কবিতা —
ক্ষুধার তাড়নাবলে এসেছি ছুটে — আলুর আড়ৎদার
স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় গেছে পুরীর সৈকতে
আমাকে বলো উদ্ধারযোগ্য নেশা কাকে বলে, বলো —

প্রেমিকার অকাল মৃত্যুতে শোক হয়নি আমার
শীতের পার্কে বসে তার দীর্ঘ চুলের ভাঁজ ভালো লাগবে না আর
ভালো লাগবে না কারখানার উৎপাদন ছেড়ে গিয়ে পল্লির বাতাস —
পশমবস্ত্র ছাড়া শীতঋতু বেশ্যাদেরও কেটে যায় গরমভাবে

সেরকম হয়তো আমার আত্মার মাংস সয়ে যাবে সব —
বিদেশি যন্ত্রপাতি সরবরাহ বেড়ে যাবে কিন্তু মানুষকে
পোষমানাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল মানুষ —
ঠাণ্ডা মাথায় আজ আমি খুন করতে চাই — আমি স্বাধীনতা চাই —
সভ্যতার জালিবোট আজ ফাঁকা — লোহার ব্যবহার গেছে বেড়ে
আফিঙখোর মাতাল নিজের নাম গেছে ভুলে, এখানে
মৃতদের বাসভূমি দেখে যাব —
আমি মুখ বলে বুঝেছিলাম গুহ্যদ্বার
যোনির দ্বিতীয় নাম জেনেছি জীবন
কবিতার প্রথম নাম ধর্ম দ্বিতীয় নাম আত্মা
আমি রান্নাঘর বলে জেনেছি প্রস্রাবঘর
শুধু পায়খানা করার পর হৃৎপিণ্ডের স্বস্তি ফিরে আসে
ওফ্ আমি স্বস্তি চাই আমি শান্তি চাই
চারদিকের চিৎকার থেকে দূরে থাকতে চাই
তামা ও ইস্পাতের ব্যবহার থেকে আমাকে ফিরে নিয়ে চলো
নবান্নের অভিপ্রায়বশে যারা গিয়েছিল মাঠে জেনেছে
তারা সব? — এমনকি আজ অধস্তন পুংমানুষও ফিরে এল না ঘরে
আমার ঘর আজ ফাঁকা — এঘরে দুজন স্ত্রীলোক নিয়ে আমি শুয়েছিলাম
এঘরে আমার পুরুষপ্রেমিকার সঙ্গে শুয়েছি আমি
আজ মগজ ফাঁকা — অন্ত্রের ওপর বায়ুমণ্ডলের চাপ বড় বেশি —

আমি আজ বিভ্রান্ত — আমি আজ বিহ্বল
আমি বসন্তঋতুতে স্ত্রীসহবাস করে ফেলেছি
আমি ব্যবসাহীন বলে মাতাল হয়েছি
আমি ধর্ষণের অপরাধে জীবন পেয়েছি
শরতের চাঁদ দেখে আমার মুখ নিচের দিকে চলে গেছে
আমার অন্য উপায় নেই — স্ত্রীলোক রয়েছে শুয়ে
তার জরায়ুর আঁশ এখনও রয়েছে গায়ে —
হায়! সেই জরায়ু দেখেই মরতে হবে আমাকে —
তবু মানুষের কাছে ফিরে আসে আগামীকাল
মানুষের ভবিষ্যৎ নাই
উলঙ্গ হয়ে বরং স্ত্রীলোকের পুরুষের কাছে বৈদ্যুতিক সঙ্গম
চাওয়া ভালো — পিতার মৃত্যুতে উত্তরাধিকার সন্তানে বর্তায় কিনা
এরকম আইনসঙ্গত ভাবনাও ভালো —
নিজের সন্তানের কথা ভাবা ভালো — কুমারীর গর্ভপাত করাও ভালো

বৈশ্যের অহিংসাবোধও ভালো —
জীবনের ভালো এবং ভালোবাসা আমি জানলাম
প্রস্রাব করার চেয়ে কঠিন কিছু নয় — মানুষ বলে
এসেছি মানুষের দলে এনেছি কনট্রাসেভটিভস ও আত্মা —
উপদংশ রোগের চেয়ে কবিতার কামড় বড় বেশি বুঝেছি
পৃথিবীতে আজ সহজেই ক্ষয়রোগের জীবাণু মেলে এবং
সহজ প্রসবের ব্যবস্থা মেলে —
একা একা ছুটতে ছুটতে চলে এলাম
উৎসবের উঠোন থেকে খুলে পড়ল ফুল — আমার ভয়
নিজের হাতের শিরা নিজে কেটে ভয় পেয়েছি
মাথার ওপর লম্বমান অলৌকিক চাপ
পায়ের তল থেকে শিকড় চলে গেছে ভূগর্ভে
মায়ের গর্ভের কথা আজ মনে হয় — দশদিকের
গর্জন ছুটে আসছে — দশটি পাপের দশটি পুণ্যের
বিনিময়ে সহজ অন্তঃকরণ নিয়ে চলে যাব — আমি প্রস্তুত

শোকগাথা

২৭ বছরের জন্মদিন পার হয়ে গেল — একা ভাবি বসে
জেট প্লেনের মতো নির্বোধ পরিচালনা বিধি আয়ত্ত হলো না আজও —
মনে পড়ে স্বদেশ যাবার পথে ধু ধু খয়েরি মাঠ এবং সীমান্ত পাহাড় —
ওখানে জলের ধারে বন্ধুদের কাছে
বলার ছিল ভালোবাসা কিন্তু বলেছিলাম আত্মহত্যা
বলার ছিল সংসার রচনা কিছু বলেছিলাম কবিতা
বলার ছিল জীবন কিন্তু খুলেছিলাম কফিন — ওদিকে
নিরুদ্দেশ স্বর্গারোহণ, আবার নেমে আসে রাত —
কমলালেবুর মতো বসন্তঋতু নেমে আসে সাঁওতাল পল্লিতে —
আমার ঘোড়ার পিঠে শিশুরা চলে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে
রয়েছি একপাশে — ২৭ বছর হলো আজ, মুখের চামড়া
কুচকে গেল, যৌনবোধ নষ্ট হয়ে গেছে — সামান্য একজন
মানুষকে মাত্র চাই — এখন জীবনানন্দের রাজপুত্রদের
হাড় আর মাথার খুলি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি —

ও মৃত্যু নিয়ন আলোর মতো জেগে উঠেছে সারা ভারতবর্ষ তুমি
জলবিদ্যুতের চেয়ে আমার বেশি ভালো লেগেছিল মৃত্যু —
রাত্রি ১টা বেজে যায় — ২টা বেজে যায় নেশাগ্রস্ত জেগে থাকি
মাথার ঘনীভূত অন্ধকারে দুঃস্বপ্নের মতো ভেসে ওঠে মশারি
আমার আত্মা ওরকম পাতাল পা ফেলে চলে যেতে চায়
ইস্পাতের লাইন বরাবর — একদিন দেখেছিলাম
স্ত্রীলোকের স্বয়ংক্রিয় উরুর মাঝে জন্মের জীবনের
অন্যমনস্ক দরজা, আজ আমার বুকের মধ্যে জেগে উঠুক
আরেকটি গ্রহ, দেখি মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে কতটা জলোচ্ছ্বাস
উঠে আসে, দেখি স্ত্রীলোক কিছু নয়, দেখি জীবন কিছু নয়
দেখি সন্তান কিছু নয় — দেখি কজন আততায়ী আছে আর —
দেখি পেট্রোলের ঝাঁঝাল গন্ধের মতো রোদ এসে পড়েছে
মুখে পুনরায় — আলো বসে সে দাবি করেছে মুখ আমার
অন্ধকার বলে সে দাবি করেছে কবিতা আমার —
শীতের ঝরাপাতা শীতের হলুদ পাতা কে দেখেছিল তোমাকে
মায়ের মতন মুখ ছিল খ্রিষ্ট সন্ন্যাসিনীদের — এবার সাবধান
হই আমি — সাবধানে গোরস্থানে গিয়ে লুকাই চেহারা
সত্যি পৃথিবীতে কবিদের আর কোনো আত্মরক্ষা নাই —

আমি মায়ের কাছে পাপ করেছি, সে জানে না আমার মৃত্যু
সে জানে না চলার সময়েও মানুষের পা অবশ হয়ে যায়
আমি বাবার কাছে শিখেছি পুরুষ বর্বরতা — ঈশ্বরের কাছে
শিখেছি বিশ্বাসঘাতকতা — চায়ের টেবিলে স্ত্রীলোকের
পাশে বসে আছি মুহুর্মুহু জল উড়ে এসে পড়ছে মুখে
তুমি মায়ের মতো সে রুমালখানা দাও মুছে ফেলি
গর্ভের রক্ত মুছে ফেলি বিচ্ছেদ, পরস্ত্রী যেমন বোঝে
কবিতাও বুঝে যায় হৃৎপিণ্ডের কোষ ফেটে আরোগ্যহীন ক্যান্সার
তুমি প্রসবের ঘরের মতো রহস্য — জীবন তুমি মৃত্যু
ফাঁকা মাঠের ধারে গিয়ে এসো দাঁড়াই দুজনে
মদ খেয়ে ভুলে যাই ছিল কিছু খেদ ছিল ভালোবাসা —

আজ আমার বিশ্রাম নেবার সময় — আমি জলের মতো
ব্যবহৃত হয়েছি — কার্তুজের মতো ব্যবহার করেছি কবিতা
ঘুমের ওষুধের মতো ব্যবহার করেছি যৌনাঙ্গ —
বিষের মতো ব্যবহার করেছি ভালোবাসা — পিতার মতো

ব্যবহার করেছি তোষামদ আর নিজের আত্মা ব্যবহার
করেছি মাতালের মতো — অসমাপ্ত রেকর্ডখানা ঘুরছে
বন্ধু, আমার বন্ধুরা আজ কোথায়? আমাকে বাঁচাও
তোমাদের রন্ধনশালায় অন্তত আরেক রাত্রির জন্য নিয়ে চলো
এ বছর তোমাদের কারও সাথে নিশ্চয় পলাতক হব —
আর এক বছর এভাবে কাটানো মানে মৃত্যুকে বড় বেশি
প্রশ্রয় দেয়া — ধর্মের গারদ থেকে দেখব আমরা
গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সাথে চলে যাবে পৃথিবীর পুরুষ
চলে যাবে গাধা — আমার ঘোড়ার পিঠে চলে যাবে
মানব শিশুরা — কিন্তু এঘরে আরেক আগামীকাল বেঁচে
থাকার মানে হলো পুনরায় বিশ্বাসঘাতক হওয়া —

অপরাধীর প্রতি

আসুন, আমরা আর একটি পৃথিবীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি বাসোপযোগী মানুষ সে আর একটি প্রাণহীন তাপদগ্ধ সৌরগ্রহে মুদ্রা-ধরা অভিযানের মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে এবং ভালোবাসাহীন মানুষ কোনোকালে চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে পারবে না কিন্তু এই বাড়ির বাসিন্দারা আজও ঐতিহ্যের হাতেই বন্দি হয়ে আছে, — মা আমাদের, মিষ্টি হাসি মুক্ত ঊরু, যোনিবিদ্যুৎ — এ শ্যামা ভয়হারিনী যে জন্য পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্তমাঠ দেখা, যায় মানে দেহ-ধারণ করলেও সেই ভয়ানক শব্দে হৃৎপিণ্ড আচমকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, ভালোবেসে ফাটক ত্যাগ করলেও ছেলেকে পুলিশ ধরে আনে মেয়ে অপহরণের দায়ে — প্রপঞ্চ অনুরাগীকে 'ভালোবাসি না' বলার জন্য সমুদ্রের ধারে যেতে হয়েছিল তার সঙ্গে প্রত্যেকের পৃথক জবানবন্দি ও ধারাবাহিক রাধাকৃষ্ণলীলা মিসরের পিরামিড ধরণে নির্মিত, আমরা জানি এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব আমাদের জ্ঞানের ভিতরে জ্ঞান হয়ে আছে, আসুন, উৎখাত বক্ষগুলির কঙ্কাল এখনও চারদিকে ছড়িয়ে আছে, আততায়ীও সংগেই আছে আমাদের একহাতে রিভলভার ও তিনটি আওয়াজ — মৃতদেহ দুটি পাশাপাশি পড়ে, একটি সেই যুবকের যে সকলকে পরীক্ষা করতে এসেছিল — আশাতীত নির্জনতায় হত্যাকাণ্ড হবার পর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ পড়ে গেছে,

এসো, রমণশীল মানুষ, সূত্র ধরে খুঁজে যাও তোমার বংশানুক্রমিক অপরাধীদের!

৬ থেকে ৭-এর দিকে

ক্যাথিড্রাল গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি হলে আমার খাস চত্বরে
মাস্তুল ভেসে ওঠে
জননের শব্দে সাম্রাজ্যের পাথর লোহা গুঁড়া হয়ে যায়
প্রেমিকের বুকে হাত রাখা হলে গোলমাল হয় আমার স্মৃতি
চৌরঙ্গী হোটেলে ভালোবাসা নষ্ট হলে সাঁওতাল পল্লিতে
ডোবে আদিবাসী সূর্য
গোপন বাগানের ফুল ঈশ্বরের দিকে ছুড়ে দিলে
হাত বোমার মতো ফাটে
গত শতাব্দীর রাজার মতো এক বিলাসী ভিক্ষুক আমাকে
বলেছিল তার স্বপ্নের কথা
বিজয় মিছিলের চিৎকার আমার কাছে পরাস্তের শোক মনে হয়
বিকেল ৫টার সুপার মার্কেট নিষিদ্ধ যৌনাঙ্গের মতো টেনে নেয়
এয়ারকন্ডিশান বাথরুমে কোনো শব্দ নাই
মানুষ ক্রেতা নাই
শৈশবের জলছবি নাই
একরাত্রির বেগমের দারোয়ান আমাকে চিনতে না পেরে
৬-এর বদলে ৭নং বাড়ির দিকে এগিয়ে দেয়!

একজন্ম একশব্দ

একজন্ম একশব্দ এক ভালোবাসা একমাত্র শরীর ভবিষ্যৎ বক্তার করকোষ্ঠির মতো বুঝতে পারছে এর শূন্যস্থান, হৃদয়, পায়ু ও জঠর, সাধারণতঃ রাত ১২টার পর মগজ তৈরি হয়—বুকপকেটের বাঁ-খোল থেকে বেরিয়ে আসে রাবার সাধিত জন্মশাসন, শূন্য শরীরের ব্যক্ত অন্ধকারে শুরু হয় মৃনৃত্য উৎসব, একরাত্রির গান কোন ঘোর খাদ থেকে ভেসে আসছে—

নিগ্রো ছেলের লিঙ্গ চিবিয়ে খেয়েছে সাদা মেয়ে
পিস্তল হাতে নিয়েও গুলি খেয়ে মরেছে বিদ্রোহী
ভয় কাটাতে গিয়ে ভয়ের মধ্যে বসে আছি আমি
বিচারককেই হতে হয় হারাকিরির সাক্ষী
বিবেক অনুযায়ী কথা বলতে গেলে শহরে গ্রামে শুরু
হয় দরিদ্রনারায়ণের সেবা—
মেয়েরাই মেয়েদের গায়ে ব্লেড চালিয়ে নেমে যাচ্ছে

বাস থেকে —
পুলিশ একটি মেয়েকে পরীক্ষা করে জেনেছে
সহবাসজনিত ছেঁড়া দাগ জন্ম থেকেই রয়েছে তার যোনিতে
হুজুর ঢুকলে আমাদের সকলকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে
ভালোবাসার আগেই পেটিকোট খুলে পড়েছিল, তারই
নির্মম আবছায়া নিয়ে ডুবে আছি, জেগে উঠছি

জন্মের সহবাসের এবং মাসিক নির্গমনের একই রাস্তা এবং না-অর্থ জীবনের একই মুখ, লালা মসৃণ মদ বিষচুম্বনপান যৌন-শোষণ স্বপ্ন ও অস্ত্র এক হৃদয় থেকে আরেক হৃদয়ে সোজা প্রবেশ করে — কবিতা শব্দছুরিকা মাংসের দরকপাট চুরমার করে ফুটপাথময় বেজন্ম মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে প্রহরী লক্ষ রাখছে রাত্রে কেউ ৭ তলার খোলা জানালার দিকে তাকায় কি না — ঐ নীল আলো আমাদের রোমসমৃদ্ধ পথগুলিতে ভুলভাবে ঢুকে পড়লে, কুষ্ঠরোগে খুলে পড়া ঈশ্বরের হাতের ওপরেই ১০ বছরের মেয়ে বিক্রি হয়ে যায়

কার স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার জন্য?
বেশ্যাগণিকাকে ঘৃণা করে সরে গেছে সতীদেহঘাতিনী
পুত্রকে ঘৃণা করে তার মৃত্যু চাইছে শাস্ত্রদেহপিতা
প্ররোচনাময় গোপনফুল যৌনমন্দিরে বিসর্জন দিতে
এসেছি আমি, পরস্পরের হাতে আমাদের শুধু আংটি চিহ্ন
প্রবেশ-প্রস্থানের সাধারণ রাস্তায় আর কোনো টুপি
দরকার নাই — এখন থেকে সব শব্দ-সংকেত জীবনের
শেষদিনের জন্য জমা করে রাখব, কারণ আমার এই
প্রতিটি নেশা মাতাল চিৎকার ভালোবাসার বাতিল শব্দ ছাড়া
আর কিছুই নয়

শরীরের সূত্রপাত

কোনো অপরাজেয় পতাকায় মুখ ঢেকে দেবে বলে ফিরে যাও
প্রকৃতি ও শান্তি শাসনের নিচে, ভালোবাসা আমাদের পুরুষের মতোই
সাধিত হয়েছিল কখনো প্রকাশ্যে কখনো আড়ালে, শুনেছিলাম
হৃদয় ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমাদের প্রকৃত ঘুম হবে না,
এইভাবে মাথার ভার নেমে গেলে বোঝা যাবে স্টেজে দাঁড়ানো
কর্তার মুখ আরেক মুখে ঢাকা ছিল, সম্প্রদানগ্রস্ত মেয়েরা
এখন নিম্নবাস ছাড়াই আসতে পারে আমার কাছে — ভালোবাসতে
হবে এই ভয় — এই দৃঢ়তায় পক্ষাঘাত আক্রমণে বাঁচার মতো